কালের কন্ঠ ২৫.০৫.১৭

বিশ্ব পরিবেশ দিবস আজ

সাভার পৌর এলাকার ব্যাংক টাউনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কর্ণপাড়া খালের এখন এই হাল। ছবি : কালের কণ্ঠ

মরা নদী তুরাগ বংশী ধলেশ্বরী

তায়েফুর রহমান, সাভার ▷

রাজধানীর উপকণ্ঠ সাভারে বংশী, ধলেশ্বরী ও তুরাগ নদ এখন দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত পানির এক বিরাট আধার। এই তিন নদ-নদীর পানি দূষণের মাত্রা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। একসময়ের স্বচ্ছ, সুপেয় পানির এ খরস্রোতা নদীগুলো এখন শীর্ণকায় মরা নদীতে পরিণত হয়েছে। শুধু নদী নয়, সাভারের আবাসিক এলাকার বায়ু মারাত্মক দূষণে ভরপুর।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, নদী থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের ডায়িং কারখানা থেকে ড্রেন বা পাইপের মাধ্যমে অপরিশোধিত তরল বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। সাভার পৌর এলাকার ব্যাংক টাউনের পাশ দিয়ে গিয়ে ধলেশ্বরী নদীতে যুক্ত হওয়া কর্ণপাড়া ও কর্ণতলী খাল এখন কয়েক মাইল পর্যন্ত দূষিত বর্জ্যের এক বিরাট আধার। এই দূষিত পানি ফসলি জমিতে সেচ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় ফসলও আশানুরূপ ফলছে না। দূষিত পানির উৎকট গন্ধে কর্ণপাড়া খালের পাশে অবস্থিত গেন্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা রয়েছে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে। বিদ্যালয়টির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. সালাহ উদ্দিন খান নঈম জানান, কর্ণপাড়া খালটি পশ্চিম দিকে গিয়ে যুক্ত হয়েছে ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গে। একসময়ের খরস্রোতা খালটি এখন মিল-কলকারখানা থেকে নির্গত দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত তরল বর্জ্যের আধার। বিভিন্ন ডায়িং বা কম্পোজিট মিলের রং-বেরংয়ের তরল বর্জ্য পরিশোধন না করে এ খালে পাইপের মাধ্যমে ফেলা হয়। দখিনা বাতাসে ওই খাল থেকে সারাক্ষণ ভেসে আসে দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধের কারণে প্রতিদিন কোনো না কোনো শিক্ষার্থী বমি করে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তান এ বিদ্যালয়ে পাঠাতে বিব্রত বোধ করে। পানি বিশেষজ্ঞ ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. মো. আতাউর রহমান খান বলেন, একটা সময় ছিল যখন তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা বংশী নদীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটতেন। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নদীর পানি খেয়েছেন অনেক। বাড়ির বউ-ঝিরা নদী থেকে কলসিতে করে পানি নিয়ে দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতেন, গোসল করতেন। কৃষককে দেখেছেন মাঠে কাজের ফাঁকে নদীর পানি পান করতে। কিন্তু এখন সেই বংশী-ধলেশ্বরীর পানি পান করা তো দূরের কথা, নদীর কূলে গিয়ে দুদণ্ড দাঁড়ানোরও উপায় নেই। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) সাভারের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন খান বলেন, সাভার-ধামরাই উপজেলায় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি কার্যালয় এ এলাকায় স্থাপন করা প্রয়োজন।

স্থানীয় পরিবেশবাদী সংগঠন 'নদী ও পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শামসুল হক জানান, সরকারি উদ্যোগে এলাকার মানুষের জমি অধিগ্রহণ করে দেশের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল ডিইপিজেড ও সাভার চামড়া শিল্পনগরী তৈরি করা হয়েছে। আর সেই শিল্প-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে এলাকার মানুষের হাজার হাজার হেক্টর কৃষি জমি গত বিশ বছর ধরে ফসলহীন। আগামী ২০-২৫ বছর এই জমিতে ফসল না হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ডিইপিজেডের বর্জ্য ধলাই বিল হয়ে বংশী নদীতে মিশে নয়ারহাটের উজান থেকে সাভারের ভাটিতে ধলেশ্বরী ও কর্ণতলী খাল পর্যন্ত দূষিত হয়েছে। রাসায়নিক বর্জ্যের তীব্রতার কারণে বর্ষাকালেও এই নদীর পানি কালো দেখা যায়। ডিইপিজেড ছাড়াও ব্যক্তি মালিকানায় বহু শিল্প-কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য স্থানীয় খাল ও নিচু জমি দিয়ে বংশী, ধলেশ্বরী ও তুরাগ নদে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে খাল ও নিচু এলাকায় শুধু ফসলের ক্ষতি হচ্ছে তা নয়, কোনো কোনো এলাকার মানুষ তার আবাসস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকে সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করে দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি বলেন, 'ট্যানারি ও ডায়িং-প্রিন্টিং লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প। এসব শিল্পে প্রচুর তরল এবং কঠিন বর্জ্যের সৃষ্টি হয়। সাভারে এ বর্জ্য ফেলে দেওয়ার একমাত্র রাস্তা বংশী-ধলেশ্বরী ও তুরাগ নদ।' তিনি আরো বলেন, তরল বর্জ্যের পাশাপাশি সাভারে চলছে বায়ুদূষণ। সাভার-আশুলিয়ায় প্রায় ৪০০ ইটভাটায় মাত্রাতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হওয়ায় দূষণের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে অ্যাজমা, চোখের পীড়া ও ফুসফুসের অসুখে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। শিশুদের চলমান সর্দি বাড়ছে। ইটভাটা এলাকাগুলোর আশপাশের জমির ফসলের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ফলজ গাছের ফলন দ্রুত কমে যাচ্ছে। আশপাশের এলাকায় জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। ফসলি জমিতে অবাধে গড়ে উঠছে ইটভাটা। বেশির ভাগ ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই।

পরিবেশ আন্দোলন নেতা মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ম. হামিদ রনজু বলেন, পৌরসভার অনেক ড্রেন পরিষ্কার করা হয় না। আর যেগুলো পরিষ্কার করা হয় সেগুলোর ময়লা উত্তোলন করে রাস্তার ওপর ফেলে রাখা হয় কয়েক দিন। সৃষ্টি হয় দুর্গন্ধ। বালুবাহী ট্রাকগুলো প্রতিনিয়ত পৌরসভার রাস্তায় বালু ফেলে নোংরা করছে।

এসব বিষয়ে ঢাকা-১৯ (সাভার) আসনের সংসদ সদস্য ডা. মো. এনামুর রহমান বলেন, ঢাকা ও বুড়িগঙ্গার দূষণ রোধ এবং চামড়াশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বাড়াতে হাজারীবাগের কারখানাগুলো সাভারে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত হয়। সিইটিপি কার্যকর না হওয়ায় সেই চামড়াশিল্প এখানেও পরিবেশ নষ্ট করছে। এটা চলতে দেওয়া যায় না। অতি দ্রুত পূর্ণাঙ্গভাবে সিইটিপিকে কার্যকর করে সব ধরনের বর্জ্য শোধন করে তা পরিবেশে ছাড়তে হবে। তিনি আরো বলেন, 'পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনে বিষয়টি জাতীয় সংসদে তুলব।' এ ছাড়া ডিইপিজেড কর্তৃক পরিবেশ দূষণের বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেন, 'নৌকা নিয়ে দূষিত এলাকাসগুলো ঘুরে দেখেছি। পরে ডিইপিজেডের জিএমকে বিষয়টি জানিয়েছি।'